

# আরও কিছু কথা'র পরে আরও কথা

প্রিয় সম্পাদক,

সেনাবাহিনী প্রধান মইন উ আহমেদের সাথে সম্পাদকদের সাক্ষাতের বিষয়ে 'মইন উ আহমেদের আরও কিছু কথা' শিরোনামে আপনার মন্তব্য কলাম আমি পড়েছি(লেখাটি দৈনিক আমাদের সময় পত্রিকার ৪ জুন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়)। পড়ার পর আমার মনে হয়েছে আপনাকে উদ্দেশ্য করে কিছু লিখি। লেখাটি আপনার পত্রিকায় ছাপানোর অধিকার না পেলেও অন্তত আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রামবাসী পাহাড়ি জনগণের মনের দুখের কথা আপনাকে জানানো প্রয়োজন বলে মনে করছি। লেখায় আপনি সেনা প্রধানের খুব প্রশংসা করেছেন। আমারও দূর থেকে ওনার মন্তব্য-বক্তব্য শুনে এবং পড়ে মনে হয়েছে উনি বোধহয় খুবই স্পষ্টভাষী হবেন এবং বলতে গেলে একজন আমলা বা সরকারী রাষ্ট্রীয় কর্মকর্তা হিসেবে যে অত্যধিক প্রোটোকল রাখার কথা তারও তিনি তেমন পরোয়া করেন না। যেমন তিনি পলিটিক্যাল সাইন্সের সেমিনারে অকপটে দেশ ও রাজনীতি বিষয়ে বক্তব্য রাখলেন, তারপর যখন তাঁকে সমালোচনা করা হলো তখন তিনি তা অকপটে মেনে নিয়ে তারপর কোনো বক্তব্য বিবৃতি বা নিজেকে রক্ষার জন্য কোনো উচ্চবাচ্চও করলেন না। এতে তাঁর মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

আমি তাঁর আর প্রশংসা করছি না। এখন আমি বলতে চাচ্ছি পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর ভূমিকা বিষয়ে। ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হবার পরও সেখান থেকে এখনও সেনাবাহিনী সরিয়ে নেয়া হয়নি। কেন নেয়া হয়নি সে বিষয়ে নিশ্চয়ই সেনাসদরের বক্তব্য রয়েছে। আর পার্বত্য পাহাড়ি জনগণেরও সেনাবাহিনী সরিয়ে নেবার দাবির যৌক্তিকতা রয়েছে। এ বিষয়ে আমি যাচ্ছি না।

আমি যাচ্ছি কল্লনা চাকমা বিষয়ে। কল্লনা চাকমা ১৯৯৬ সালের ১২ জুন মারিশ্যার নিউলাল্যাঘোনা গ্রাম থেকে সেনাবাহিনীর এক কর্মকর্তা লেঃ ফেরদৌস কর্তৃক অপহৃত হন। এ ঘটনাটি সে সময়ে সারা দেশের সচেতন সমাজকে নাড়া দিয়েছিল। আমরা জানি অপহরণের ১১ বছর পেরিয়ে যাচ্ছে কিন্তু এখনও অপহরণকারীর কোনো সাজা হয়েছে কিনা আমরা জানি না। বরং আমরা জানি যাকে কল্লনা অপহরণকারী হিসেবে অভিযোগ করা হয়েছে তাকে এখনও সেনাবাহিনীতে রাখা হয়েছে, সাজা হওয়া দূরে থাক। সেই অপরাধী এখন মেজর হিসেবে প্রমোশন পেয়ে রাঙামাটি জেলার মারিশ্যা থানার করেঙাতলী নামক এক আর্মি ক্যাম্পের দায়িত্বে আছে। আমার এক পরিচিতজনের কাছ থেকে শুনেছি সে এখন দম্ভভরে বলে বেড়াচ্ছে, “আমাকে চিন? যদি চিনে থাক তবে না চেনার ভান করে থাকবে। না হলে কপালে খারাবী আছে”। সত্যই যদি এইই হয়ে থাকে তবে তাহলে কি সেনাবাহিনী তাকে সাজা দেয়নি, বরং তাকে প্রমোশন দিয়ে অপহরণ ঘটনাকে জায়েজ করেছে?

এই কাজটি নিশ্চয়ই একটি নীতিবিরাজিত কাজ ছিল। আমি ধারণা করছি, সে সময় হয়তো নানা কারণে অভিযুক্তকে সাজা দেয়া যায়নি। আমরা এ সময় কি কল্লনা চাকমার অপহরণকারীর সাজা আমরা চাইতে পারিনা?

কল্লনার মা বাঁধুনি চাকমা মারা গেছেন অনেকদিন হলো, মারা যাবার আগে তিনি চেয়েছিলেন তার মেয়ের অপহরণকারীর বিচার হোক। আমরা এই সরকারের কাছে, এই স্পষ্টভাষী, অকপট সেনাপ্রধানের কাছ থেকে এ বিষয়ে বক্তব্য আশা করতে পারি না?

আশাকরি শ্রদ্ধেয় সম্পাদক আমার এ লেখা না ছাপালেও তাঁর কোনো লেখায় অন্তত কল্লনা চাকমার অপহরণের বিচার বা সুরাহার দাবি জানাবেন।

আর এই লেখার সুযোগে আমি এটা স্পষ্টভাষে খুব দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলতে চাই, পার্বত্যচট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণের মনে ক্ষোভ জমা হচ্ছে নানাভাবে। আজ নির্যাতন করছে সেনাবাহিনী, জেলে দিচ্ছে নিজের ক্ষমতা ব্যবহার করে, কাল কেড়ে নিচ্ছে আমার বাপ-দাদার বাস্তুভিটা, পড়শু আঘাত করছে আমার স্বত্তার উপর। কিন্তু অত্যাচারীর এটা মনে রাখা দরকার সবকিছুর একটা শেষ আছে। জনগণ ফুঁসে উঠলে তখন তাদেরকে এবং আমাদেরকে সন্ত্রাসী বলে যতই অপবাদ দিন অত্যাচারীর রেহাই কিন্তু হবে না। এটা হুমকী নয়, সতর্কবাণী।

মিঠুন চাকমা

সাধারণ সম্পাদক

গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম

মোবাইল: ০১৫২৫৫৯৭৬৩

ই-মেইল: [mithunchakma@yahoo.com](mailto:mithunchakma@yahoo.com)